মুল শব্দাবলী
নেতৃত্ব
গুণাবলী
চরিত্র

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
22 August 2025 / 28 Safar 1447H

নেতৃত্বের শুরু হয় অন্তর থেকে

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِلْبِرِّ وَٱلْإِحْسَانِ، وَجَعَلَ فِي نَبِيِّهِ أَكْمَلَ قَائِدٍ لِلْإِنسَانِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আমরা যেন অন্তরে ধারণ করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সম্পর্কে সচেতনতা ও তাকওয়া—যিনি আল-হাসীব, সমগ্র আমল ও কর্মের হিসাব গ্রহণকারী মহান রব। আমরা তাঁর সকল নির্দেশ পরিপূর্ণভাবে পালন করি এবং তাঁর সব নিষেধ থেকে বিরত থাকি। আমাদের জীবন হোক সর্বদা বরকতময়, আর আমরা সবাই যেন তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্যে ধন্য হতে পারি।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় নেতৃত্বের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এ প্রসঙ্গে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন—নেতৃত্বের মর্যাদা গ্রহণের পূর্বে কী কী বিষয় বিবেচ্য, তা সে পরিবারে হোক, কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা ছাত্রসংগঠন বা হোক তা অনুরূপ ক্ষেত্রে। ইসলামের চেতনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান—প্রথমেই

একজন নেতার কর্তব্য নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা; অর্থাৎ নেতৃত্বের উৎকৃষ্ট গুণাবলি নিজের ভেতরে লালন ও বিকশিত করা। পরবর্তীতে তবেই তিনি অন্যদের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা ও মর্যাদা অর্জন করতে পারেন।

হে মু'মিনগণ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ প্রয়োজনীয়তাকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি কখনো এমন কোনো নির্দেশ দেননি, যা তিনি নিজে বাস্তবায়ন করেননি। যখন তিনি বান্দাদের আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান, তখন তাঁর মহিমান্বিত চরিত্রটিই ছিল এক অনুগত বান্দার শ্রেষ্ঠ প্রতিচ্ছবি। তিনি যখন ধৈর্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন, তখন তিনি নিজেই ছিলেন এ গুণের পূর্ণতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আর তিনি কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী মানুষকে পথপ্রদর্শন করেছেন—প্রথমে তাঁর নিজস্ব চরিত্র ও আচরণে সেই শিক্ষার পরিপূর্ণ প্রতিফলন ঘটিয়ে।

নিশ্চয়ই, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর গৃহস্থালির চরিত্র সম্পর্কে সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলে আমাদের মারূপী মহিয়সী নারী সাইয়্যিদাতুনা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এভাবেই উত্তর প্রদান করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে—

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

অর্থঃ “তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন।”

রাসূল সা. এর উৎকৃষ্ট গুণাবলি, যার মধ্যে তাঁর নেতৃত্বও অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟
ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থঃ তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।

প্রিয় নবী মুহম্মদ (সঃ)এর সমগ্র জীবন আত্ম-নেতৃত্বের দিকনির্দেশনার এক অমূল্য ভাণ্ডার, যা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অনুসরণীয় হওয়া উচিত। তাঁর জীবন থেকে আমরা একসাথে যে দুটি মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি তা হলো:

প্রথমত: ইবাদত ও ভক্তিতে নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর অটলতা (ইস্তিকামাহ্)।

আমাদের নবী মুহম্মদ (সঃ) সর্বদা নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

ইবাদতে অটল থাকা আত্ম-নেতৃত্বের একটি মৌলিক স্তম্ভ, কারণ আল্লাহ্র সঙ্গে অব্যাহত আত্মিক সংযোগ আমাদের চরিত্র গঠন করে এবং ভাল কাজ করার সংকল্পকে দৃঢ় করে। ধারাবাহিক ইবাদত ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং আত্ম-শৃঙ্খলা গড়ে তোলে, যা আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে মোকাবেলা করতে সাহায্য করে।

ভক্তিতে অটল থাকা আল্লাহ্র কাছে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা (অমানাহ্) এবং দায়িত্বগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। ইস্তিকামাহ্ এই গুণ আমাদের আচরণকে নির্দেশনা দেয়—যখন আমরা নিজেদের এবং অন্যদের পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে নেতৃত্ব দেই।

দ্বিতীয়ত: নেতৃত্বকে অবশ্যই মহৎ চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

নবী মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর দৃষ্টান্তমূলক চরিত্রের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, যা সর্বোচ্চ সততা, নম্রতা, সতীত্ব, নীতিমূলকতা এবং আরও অনেক গুণাবলীকে প্রতিফলিত করে। এগুলো এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি নেতার মধ্যে থাকা উচিত। সংক্ষেপে, ভালো চরিত্র ছাড়া নেতৃত্ব ত্রুটিপূর্ণ। যদি আমরা সত্যিই কোনো ক্ষেত্রে নেতা হতে চাই, তবে আমাদের নিজেদের মহৎ চরিত্রে সজ্জিত করতে হবে।

সম্মানিত সুধী,

আত্ম-নেতৃত্বই সকল নেতৃত্বের ভিত্তি। যদি আমরা নিজেদের আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবান বান্দা হিসেবে পথপ্রদর্শন করতে না পারি, তবে অন্যদেরও একই পথ দেখানোর আশা করা যায় না।

অতএব, চলুন আমরা একসাথে নবী (সঃ) এর নেতৃত্বকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি—আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অটল রাখি, আন্তরিক ইবাদতের মাধ্যমে এবং মহৎ চরিত্রে সজ্জিত হয়ে। এই গুণাবলীর মাধ্যমে আমরা এবং আমাদের নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিরা নেককর্ম ও ধার্মিকতার পথে চলতে পারি।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبادَ الله، اِتَّقوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانتَهُوا عَمّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قالَ فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرّاشِدِينَ المَهدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتّابِعِين، وَتابِعِي التّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِيْن وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ عامَّة، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ

لِلْعالَمِ كُلِّهِ ولِلّناسِ أَجْمعِين. رَبَّنا آتِنا فِي الُّدنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرِة حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ الّنارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.